

131850 - নামায শষে পঠতিবয যকিরি-আযকার

প্রশ্ন

আমি ফরয নামায শষে পঠতিবয যকিরি-আযকার ও দগোয়া-দরুদ জানতে চাই।

প্রযি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সুন্নাহ হচ্ছ- প্রত্যকে ফরয নামায শষে ইমাম, মুক্তাদা ও একাকী নামায আদায়কারী প্রত্যকে মুসলমি ৩ বার **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ** আস্তাগফরিুল্লাহ (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) পড়বনে এবং বলবনে:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(আল্লা-হুম্মা আনতাস্ সালা-মু ওয়া মনিকাস্ সালা-মু তাবা-রক্তা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম)। (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আপনহি যাবতীয় ত্রুটি ও দুর্বলতা মুক্ত। আপনার কাছ থেকেই শান্তি বর্ষতি হয়। হে পরাক্রম ক্ষমতা ও ইহসানরে অধিকারী! আপনি মহান হোন।)

এরপর ইমাম হলে মুসল্লদিরে দকি ফরি, মুসল্লদিরে দকি মুখ করে বসবনে। তারপর ইমাম সাহবে ও অন্য মুসল্লগিণ পড়বনে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লা শাই'ইন ক্বাদীর। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বলিলাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়াহু। লাহুন নমিতু ওয়া লাহুল ফাদলু, ওয়া লাহুসসানাউল হাসান। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলসীনা লাহুদ-দীন ওয়া লাও কারশিল কাফরীন। আল্লা-হুম্মা লা মান'আ লমি আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তয়া লমি মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মনিকাল জাদ্দু)।

(অনুবাদ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনেও হক্ব ইলাহ নহে। তাঁর কোনেও শরীক নহে। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁর।



আর তিনি সকল কছির ওপর ক্ৰমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনেও উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনেও শক্তি নাই। আল্লাহ ছাড়া কোনেও হক্ব ইলাহ নাই। আমরা কবেল তাঁরই ইবাদত করি। নয়ামতসমূহ তাঁরই, যাবতীয় অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনেও হক্ব ইলাহ নাই। আমরা তাঁর দেওয়া দীনকে একনষ্টিভাবে মান্য করি, যদিও কাফরিরা তা অপছন্দ করে। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করছেন তা বন্ধ করার কটে নাই; আর আপনি যা রুদ্ধ করছেন তা প্রদান করার কটে নাই। আর কোনেও ক্ৰমতা-প্রতপিত্তরি অধিকারীর ক্ৰমতা ও প্রতপিত্তি আপনার কাছে কোনেও উপকারে আসবে না।)

মাগরবি ও ফজররে নামাযরে পর পূর্ববোক্ত দোয়াগুলোর সাথে আরও পড়বনে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়াইয়ুমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর)।

(অনুবাদ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনেও হক্ব ইলাহ নাই। তাঁর কোনেও শরীক নাই। রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিহি জীবতি করনে এবং মৃত্যু দান করনে। আর তিনি সকল কছির ওপর ক্ৰমতাবান।)[১০ বার]

এরপর **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** (সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদুললিলাহ, আল্লাহু আকবার)

(অনুবাদ: আল্লাহ পবতির, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ মহান)।[প্রত্যেকেটি ৩৩ বার করে]

একশততম বারে বলবনে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হাম্দু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন ক্বাদীর)।

(অনুবাদ: একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনেও হক্ব ইলাহ নাই। তাঁর কোনেও শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই। সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কছির ওপর ক্ৰমতাবান।)

ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর ক্ৰমতাবানে সুন্নাহ হচ্ছ- প্রত্যেকে ফরয নামাযরে শেষে এ যকিরিগুলো মধ্যম মানরে উচ্চস্বররে পড়া; যাত্রে কোনেও ক্ত্রমিতা থাকবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি সাব্যস্ত হয়ছে য়ে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় লোকরো ফরয নামায শেষে করে উচ্চস্বররে যকিরি পড়ার প্রচলন ছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলনে: যকিরি শুনতে আমি বুঝাতাম য়ে, তাঁরা নামায শেষে করছেন।



তবে, সম্মিলিত সুরে এ যিকিরিগুলো পড়া জায়গে নই। বরং প্রত্যেকে নিজের নিজের পড়বে; অন্যের সুরে তোককা করবে না। কনেনা সম্মিলিতভাবে যিকিরি করা বদাত। পবতির শরয়িতএ এর কোন ভত্টি নই।

এরপর ইমাম ও মুক্তাদা সকলে চুপে চুপে আয়াতুল কুরসি পড়বে। তারপর প্রত্যেকে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস চুপে চুপে পড়বে। মাগরবি ও ফজরের নামায়ের পর এ সূরাগুলো তনিবার করে পড়বে।

এখানে আমরা যা উল্লেখ করেছি এভাবে যিকিরি করা উত্তম। যহেতু সহহি সনদে এভাবে সাব্যস্ত হয়ছে।

আমাদের নবী মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবীবর্গ এবং কয়ামত পর্যন্ত তাঁদের যথার্থ অনুসারীগণের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষতি হোক।[সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।